بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ই জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি একটি ইলহাম হয় যে,

'লা ইলাহা ইল্লা আনা, ফাত্তাখিযনী ওয়াকীলা' অর্থাৎ আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তাই কার্যনির্বাহক হিসেবে আমাকেই অবলম্বন কর বা আমার ওপরই দঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর।

এই ইলহামে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ নিশ্চয়তাও দিয়েছেন যে, তোমার আর অন্য কারো পথপানে চেয়ে থাকার প্রয়োজন নেই কেননা; আমিই তোমার সকল কাজকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করি। আমিই তোমার সব কাজের তত্ত্বাবধায়ক আর আমিই এসব কাজের জন্য উপকরণ সরবরাহ করে থাকি। তুমি যেহেতু আমাকে তোমার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ এবং অবলম্বন করেছ আর আমি যেহেতু তোমাকে আমার ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের জন্য দাড় করিয়েছি তাই তোমার দুঃশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি তোমার সব কাজকে সঠিক পথে পরিচালনার এবং সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর সামর্থ রাখি এবং আমি তা করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা বলেন, আমিই সব কাজের কার্যনির্বাহক, কার্যবিধায়ক। অতএব তুমি আমাকেই তোমার ওকীল বা কার্যনির্বাহক বা কার্যবিধায়ক জ্ঞান কর আর তোমার কাজে অন্য কারো বিন্দুমাত্র ভূমিকা আছে বলে মনে করো না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"এই ইলহাম হওয়ার পর আমার কিছুটা আশংকা হয় আর আমার হৃদয় কেঁপে উঠে যে, খোদা তা'লার পবিত্র দৃষ্টিতে আমার জামাত হয়তো এতটাও যোগ্যতা রাখে না যে, আল্লাহ্ তা'লা এর নাম নিবেন।"** তিনি (আ.) বলেন, **"এই ইলহাম এমন যা জামাতের সব সদস্যের স্মরণ রাখা উচিত। অর্থাৎ, খোদা তোমাদের খিদমতেরও মুখাপেক্ষী নন, তোমাদের সাহায্যেরও মুখাপেক্ষী নন আর তোমাদের কুরবানী এবং ত্যাগেরও মুখাপেক্ষী নন। যেহেতু তিনিই এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন তাই একে সঠিক খাতে পরিচালনার ব্যবস্থাও তিনি করবেন।"** তিনি (আ.) জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা যে সেবার সুযোগ পাচ্ছো একে খোদার কৃপা মনে কর। অতএব তাঁর এই কথা জামাতের সদস্যরা বুঝতে পেরেছে আর খোদার কৃপাভাজন হওয়ার জন্য, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, তাঁর মিশনের মিশনকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। যেমন আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে জামাত মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁর

জীবদ্দশায়ও এবং পরেও বরং আজ পর্যন্ত তারা এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। কুরবানীকারীরা এসব কুরবানীকে জামাতের ওপর কোন অনুগ্রহ মনে করে না বরং কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকারের সৌভাগ্য পেয়ে তারা খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। উক্ত ইলহামে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর পর আহমদীয়া খিলাফতের চলমান ব্যবস্থাপনাও যেন সদা একথাটি দৃষ্টিতে রাখে যে, খোদার দাসত্ব বা বন্দেগীর দায়িত্ব সূচারুরূপে পালনের মাধ্যমে আর খোদার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করার মাধ্যমে তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর ওপরই নির্ভর করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সব কাজ সহজসাধ্য করে তুলবেন, সব কাজ তিনিই সুশৃঙ্খল করবেন আর কাজ সমাধার জন্য উপকরণও সৃষ্টি করবেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যেমনটি আমি বলেছি, খোদার সাহায্যের দৃষ্টান্ত আমরা আজও দেখছি। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের হৃদয়ে কুরবানীর গুরুত্বের বিষয়টি সঞ্চার করেন ফলে তারা ত্যাগের অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জামাতে ওসীয়্যত ব্যবস্থা রয়েছে, সাধারণ চাঁদার একটি খাত আছে, এছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে আর্থিক কুরবানীর বিভিন্ন তাহরীক বা বিশেষ ঘোষণা দেওয়া হয়। বন্ধুরা আর্থিক কুরবানীর বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দু'টো স্থায়ী তাহরীক রয়েছে অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ। ওয়াক্‌ফে জাদীদের অধীনে আর্থিক কুরবানীর বিষয়টি পূর্বে পাকিস্তানের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর সেটিকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়া হয়। এরপর একে আরও ব্যাপকতর করা হয়েছে। জামাতের সদস্যদের পক্ষ থেকে কুরবানী এবং ত্যাগের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বন্ধুরা জানেন যে, পাকিস্তানে যখন আর্থিক কুরবানীর এই তাহরীক অর্থাৎ ওয়াক্‌ফে জাদীদের ঘোষণা দেয়া হয় তখন মফস্বল বা গ্রাম এবং দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে তরবীয়তি এবং তবলীগি কাজে গতি সঞ্চার করা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যেই ওয়াক্‌ফে জাদীদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর একে যখন আন্তর্জাতিক রূপ দেয়া হয় তখনও এর নির্ধারিত কিছু উদ্দেশ্য ছিল। এ খাতের সমুদয় আয় বিশেষ অঞ্চল সমূহে খরচ করার পরিকল্পনা ছিল । প্রথম দিকে ভারতকে সামনে রেখে ওয়াক্‌ফে জাদীদের ঘোষণা দেয়া হয় এরপর আফ্রিকা এবং অন্যান্য দরিদ্র দেশে তরবীয়ত ও তবলীগের কাজে গতি সঞ্চার করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কোন এক প্রিয়ভাজন যুবক আমাকে প্রশ্ন করেছে, এখন যেহেতু ওয়াক্‌ফে জাদীদকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়া হয়েছে, পূর্বে শুধু পাকিস্তানের জামাতগুলোর মাঝে তা সীমাবদ্ধ ছিল, প্রশ্ন হলো, এখন আর তাহরীকে জাদীদের প্রয়োজনই বা কী বা তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য কী? হয়তো অন্য কারো মাথায়ও এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, এত খাতে যে অর্থ নেয়া হচ্ছে এর উদ্দেশ্য কী বা এসব তাহরীকের উদ্দেশ্য কী? এ প্রসঙ্গে আমি বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই। যেমনটি আমি বলেছি, ওয়াক্‌ফে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে সংগৃহীত চাঁদা নির্দিষ্ট দেশ এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে খরচ করা হলো উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য এবং ধনী দেশগুলো থেকে ওয়াক্‌ফে জাদীদ

খাতে যে চাঁদা সংগৃহীত হয় তা সচরাচর ভারত এবং আফ্রিকার মফস্বলে ব্যয় করা হয়। বরং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন এই তাহরীককে আন্তর্জাতিক রূপ দেন আর সম্পদশালী দেশগুলোকে এই তাহরীকের গন্ডিভুক্ত করেন তখন এর উদ্দেশ্য ছিল ভারত এবং কাদিয়ানের সমস্ত ব্যয়ভার ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর মাধ্যমে নির্বাহ করা। পৃথিবীর যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন হয় কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তাহরীকে জাদীদ খাত থেকে সেই ব্যয়ভার ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয় কেননা চাঁদার পুরো অর্থ কেন্দ্রে আসে।

যাহোক ওয়াক্‌ফে জাদীদের কল্যাণে দরিদ্র এবং অনুন্নত বিশ্বে অনেক পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট কাজ করছে বা পরিচালিত হচ্ছে। জানুয়ারীর প্রথম বা দ্বিতীয় জুমুআয় রীতি অনুসারে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দেয়া হয়। তাই আমি ওয়াক্‌ফে জাদীদের প্রেক্ষাপটে আজ কিছু কথা বলব আর এর নববর্ষেরও ঘোষণা দিব। একইসাথে আমাদের ঐতিহ্য এবং রীতি অনুসারে বিগত বছরের রিপোর্টও উপস্থাপন করবো।

আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৫৮তম বছর ২০১৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে। সংবৎসর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে বন্ধুরা ৬৮লক্ষ ৯১হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানীর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আর গত বছরের চেয়ে এই এই অর্থের পরিমাণ ৬লক্ষ ৮২হাজার ১৫৫ পাউন্ড বেশি। এ বছরও বিশ্বের সমস্ত জামাতের মাঝে পাকিস্তান চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থান তুলে ধরার পূর্বে আমি ওয়াক্‌ফে জাদীদের কিছুটা বিস্তারিত বা বিশদ চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। যেমনটি আমি বলেছি ২০১৫ সনে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে ৬৮লক্ষ ৯১হাজার পাউন্ড চাঁদা সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্য থেকে মোট সংগ্রহের তিন ভাগের এক ভাগ সেসব দেশ থেকেই অর্থাৎ অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দরিদ্র দেশেই সংগৃহীত হয়। তাই মোট সংগ্রহের তিন ভাগের এক ভাগ এসব দেশ থেকেই আসে এবং সেখানেই থেকে যায় আর সেসব দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট বাস্তবায়নে খরচ হয়। বাকী দু'ভাগের অর্ধেক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যেই উদ্দেশ্যে একে আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছেন তার অধীনে, কাদিয়ান এবং ভারতের জামাতগুলোর জন্য ব্যয় করা হয় আর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশের পিছনে ব্যয় হয়। ভারতে এ বছর আজ পর্যন্ত ১৯টি মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং দু'টো মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। এ বছর ২৩টি নতুন মিশন হাউসও নির্মিত হয়েছে। চারটি মিশন হাউস নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়া কাদিয়ানেও জলসা গাহ্ এবং বিভিন্ন প্রজেক্টের পিছনে ব্যয় হয়েছে। নেপাল ভারতের অধীনস্ত। এখান থেকে ওকালত তা'মীল ও তানফীয এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভুটানও এর অন্তর্গত। এখান থেকেই তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

নেপালে দু'টো পাকা মসজিদ নির্মিত হয়েছে। দু'টো অস্থায়ী শেড বানানো হয়েছে অর্থাৎ মসজিদের অস্থায়ী কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

মসজিদ এবং মিশন হাউস নির্মাণের প্রতি সর্বত্র বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়। ভারতের একটি জামাতে অর্থাৎ একটি গ্রামে দীর্ঘদিন পর আমাদের একটি প্রতিনিধি দল যায়, তখন স্থানীয়রা বলে, আমরা দীর্ঘকাল পূর্বে বয়আত করেছিলাম। আমাদের কোন মসজিদও নেই মিশন হাউসও নেই। বিরোধীরা আমাদের বলে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত এখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এই প্রদেশের যে কেন্দ্র তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এখন আর তোমাদের এ জামাতভুক্ত থাকার কোন অর্থ নেই, এ জামাত ছেড়ে দাও। এভাবে অতীতে যত বয়আত হয়েছে তা নষ্ট হয়ে যায়। কেননা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। যতদিন মসজিদ নির্মিত না হবে, যতদিন মিশন হাউস না থাকবে, যতদিন মুয়াল্লিম না যাবে জামাতগুলোকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কেউ কেউ আপত্তি করে এত লোক গেলো কোথায়? সেই সংখ্যা হারিয়ে যাওয়ার কারণ হলো, তাদের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই এখন যে পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে তাহলো, আফ্রিকাতে, ভারতে বা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও অর্থাৎ যেখানেই জামাত গঠিত হয়, বয়আত হয়, সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সেখানে মসজিদও নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয় আর একই সাথে মিশন হাউসও নির্মাণ করা আবশ্যক।

এছাড়া যেসব কাজ হয়, সেসব কাজের পিছনেও ব্যয় হয়ে থাকে। ভারতে চলতি বছরে বিভিন্ন তরবীয়তি ক্লাসের আয়োজন করা হয়, অনেক রিফেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রেও বিভিন্ন খরচ হয়ে থাকে। এখন কেবল ভারতে যেসব মুয়াল্লিমরা কাজ করছেন তাদের সংখ্যাও এক হাজার একশ' সাতাশ। তাদের বেতন, তাদের আবাসন এবং তাদের সফর খরচ, এক কথায় ব্যাপক ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এছাড়া আফ্রিকার ২৬টি দেশে এখন এক হাজার দুইশ' সাতাশি জন স্থানীয় মুয়াল্লিম কাজ করছেন। গ্রামে মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি কোন কোন স্থানে মুয়াল্লিমদের আবাসনের কক্ষ বা ঘরও নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও যেখানে মুয়াল্লিমের জন্য ঘর বানানো সম্ভব নয়, মুয়াল্লিম রাখার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যেখানে ঘর নির্মাণ করা সম্ভব নয় সেখানে ঘর ভাড়া নেয়া হয়। যেমনটি আমি বলেছি, জামাতকে যদি স্থায়ী টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে মুয়াল্লিম পাঠাতে হয়। যদিও মুয়াল্লিমের সংখ্যা এখনও অনেক কম, আমাদের অনেক মুয়াল্লিমের প্রয়োজন যাহোক যতটা সম্ভব চেষ্টা করা হয় আর এই চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখনও আফ্রিকাতে তিনশ' বাহাত্তরটি এমন স্থান রয়েছে যেখানে ভাড়া ঘরে মুয়াল্লিম রাখা হয়েছে। এ বছর আফ্রিকায় একশ' ত্রিশটি মসজিদের নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সাতচল্লিশটি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। এ বছর তাদের আরো পঁচানব্বইটি মসজিদ নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া আফ্রিকার আঠারোটি দেশে বিরাশিটি মিশন হাউসের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তেরটি

দেশে একুশটি মিশন হাউস নির্মানাধীন রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। আফ্রিকায় নবাগতদের তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণের জন্য তরবীয়তি ক্লাস এবং রিফেশার্স কোর্সও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দু'হাজার একশ' ছাপ্পান্নটি স্থানে সাইত্রিশ হাজারের কাছাকাছি তরবীয়তি ক্লাস এবং রিফেশার্স কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে আর এতে প্রায় এক লক্ষ নতুন বয়আতকারী অংশ গ্রহণ করেছে। এগারশ' বত্রিশ জন ইমাম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যেমনটি পূর্বেই বলেছি, নতুন বয়আতকারীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য আর জামাতের ব্যবস্থাপনার সক্রিয় অংশে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন জামাতে তা'লীম এবং তরবীয়তি ক্লাস এবং রিফেশার্স কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক ভদ্র প্রকৃতির মসজিদের ইমামও বয়আত করেন এবং আহমদীয়াতভুক্ত হন। নতুনভাবে তাদের তরবীয়ত করতে হয়, সঠিক ইসলাম সংক্রান্ত মসলা-মাসায়েল শিখাতে হয়। তাদেরও ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের ক্লাস এক সপ্তাহ থেকে দু'সপ্তাহ পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশে ক্লাস হয়ে থাকে, তাদের আবাসান ও খোরাকের পিছনেও খরচ করতে হয়। আমার সামনে যেসব রিপোর্ট এসেছে তা আমি দেখছিলাম। সে অনুসারে বুরকিনাফাঁসো এবং নাইজারের এদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে কাজের মান অনেক উন্নত হতে পারে যা তারা করছে না।

যাহোক, এখন অংশগ্রহণকারীদের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। এ বছর ওয়াক্‌ফে জাদীদের কুরবানীর ক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় কত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে তা আগেই বলেছি। এখন ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠাবানদের সংখ্যার কথা বলছি। ২০১০ সনে এই সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। আমি বিভিন্ন জামাতকে অনুপ্রাণিত করি, ততক্ষণ পর্যন্ত তরবীয়ত করা সম্ভব নয় যতক্ষণ সবাইকে আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত না করবেন। এ বছর আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপায় এ খাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বারো লক্ষের বারো লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, চাঁদায় অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এছাড়া ঈমান উন্নতি করতে পারে না বা ঈমানের উন্নতি সম্ভব নয়। আর চাঁদার ব্যবস্থাপনা এমন যে, এর মাধ্যমে যোগাযোগও বহাল থাকে। স্বয়ং চাঁদা দাতারা চাঁদা দেয়ার বরকত কি তা অনুধাবন করতে পারেন। তাদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

আমাদের তাঞ্জানিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, এক গ্রামের অধিবাসীনি একজন নতুন বয়আতকারীনি ভদ্র মহিলা, কেবল এক মাস পূর্বে বয়আত করেছিলেন। তাকে যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদের কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত করা হয় তিনি বলেন, এখন আমার কাছে নগদ কোন টাকা নেই কিন্তু যেহেতু আর্থিক বছর শেষ হচ্ছে তাই আমি চাঁদার

কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে চাই না, একটু অপেক্ষা করুন। তিনি ঘরে যান, ঘরে ডিম ছিল সেখান থেকে কয়েকটি ডিম নিয়ে আসেন, বাজারে বিক্রি করেন আর এভাবে দু'হাজার শিলিং তার হাতে আসে। তিনি সেই টাকা ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদা দিয়ে দেন। শুধু এক মাস পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তার মাঝে চেতনাবোধ জাগ্রত হয় যে, চাঁদা দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে আরো একজন ভদ্রমহিলার উল্লেখ রয়েছে, তিনিও একজন নতুন বয়আতকারীনি। তিনি বলেন, ঘরে খাবারের কিছুই ছিল না। যে টাকা ছিল তা চাঁদা দিয়ে দেই। কারো কাছে তার পাওনা ছিল। তার কাছে যে পয়সা ছিল তা তিনি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বলেন, এই ব্যক্তি, যে ধার নিয়েছিল তার কাছে অনেক দিন থেকে তাকে অনেক দিন ধরে টাকা ফেরত দেয়ার তাগাদা দিচ্ছিলাম কিন্তু সে দেয় নি। চাঁদা দেয়ার তাৎক্ষণিক পর তার পক্ষ থেকে সংবাদ আসে যে, তোমার টাকা আমার কাছে পড়ে আছে, তা এসে নিয়ে যাও। তিনি বলেন, যে চাঁদা দিয়েছি তার চেয়ে এই অংক চার পাঁচ গুণ বেশি ছিল।

এরপর গাম্বিয়ার একজন ভদ্রমহিলা সংক্রান্ত ঘটনা, তিনি দু'বছর পূর্বে বয়আত করেছেন। তার বিয়ের দশ বছর পার হয়ে গেছে। গত বছর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদার তাহরীক করা হলে তিনি সামর্থ অনুসারে চাঁদা দেন আর আমাকেও দোয়ার জন্য লিখেন। আল্লাহ্ তা'লা সেই ভদ্র মহিলার ওপর ফযল করেন এবং তাকে দু'টো জমজ পুত্র সন্তান দান করেন। তিনি বলেন, আমি এখন বুঝতে পেরেছি চাঁদার বরকত কতটুকু।

গাম্বিয়া থেকে আমীর সাহেব লিখেন, এক গ্রামের একজন বন্ধু এক বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। রোগের কারণে চলাফেরাও করতে পারতেন না। কোন কাজ করাও সম্ভব ছিল না। সে কারণে তার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। গত বছর যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদের তাহরীক করা হয় তার কাছে পাঁচ ডালাসি ছিল যা কেউ তাকে সদকা হিসেবে দিয়েছিল। সেই পাঁচ ডালাসি তিনি ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বলেন, এরপর খোদা তা'লা এমন কৃপা প্রদর্শন করেছেন যে, যে মানুষটি চলাফেরার শক্তি হারিয়ে বসেছিল, আল্লাহ্ তা'লা তার কাজে এখন এতটা বরকত দিয়েছেন যে, তিনি এখন বিভিন্ন গবাদি পশুর এক পালের মালিক। তিনি কৃষিকাজ করেন। তিনি বলেন, খোদা এত কৃপা করেছেন যে, এখন আমার ফসলও ভালো হচ্ছে আর গবাদি পশুর একটি পালেরও আমি মালিক; এসব কিছু চাঁদারই কল্যাণ।

গাম্বিয়া থেকেই আমীর সাহেব লিখেন, এক ভদ্রমহিলার স্বামী সাত বছর পূর্বে হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই ভদ্রমহিলা চরম দুঃশ্চিন্তার মাঝে দিনাতিপাত করছিলেন। মানুষ বলতো, দীর্ঘকাল কেটে গেছে, সে আসেনি, হয়তো মারা গিয়েছে, তুমি বিয়ে কর। তিনি বলতেন বা উত্তর দিতেন, না। তার কাছে যখন ওয়াক্‌ফে

জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য যাওয়া হয়, পাঁচ ডালাসি ছিল তার নির্ধারিত চাঁদা, তিনি চাঁদা দিয়ে দেন। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার পর আমি এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি লাভ করি। শুধু মানসিক প্রশান্তিই পাননি বরং দু'মাস পরই হঠাৎ করে একদিন তার স্বামী সুস্থ-সবল ও সুন্দরভাবে ঘরে ফিরে প্রত্যাবর্তন করেন যিনি কোন কারণে বাধাগ্রস্ত হন বা কোন জায়গায় চলে গিয়েছিলেন যেখান থেকে হয়তো আসা সম্ভব ছিল না। যাহোক সেই অবস্থায় তার স্বামী ঘরে ফিরে আসেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন তাদের ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

ফিনল্যান্ড থেকে একজন বন্ধু লিখেন, গত বছর আমার ওয়াদা ছিল পাঁচশ' দশ ইউরো। আমি ভাবলাম, এখন আমার আর্থিক অবস্থা যেহেতু ভালো নয় তাই আমার ওয়াদা কমিয়ে একশ' ইউরোতে নিয়ে আসি, বেশি দিতে পারবো না। তিনি বলেন, এরপর খোদা তা'লা আমাকে যেভাবে শিক্ষা দেন তাহলো, একদিন হঠাৎ করে রাস্তায় আমার গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং গাড়ি মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপে নিয়ে যেতে হয়। এরপর মেরামতের যে বিল আসে সেই বিল হুবহু তত টাকাই ছিল যতটা গত বছর ওয়াদা করেছিলাম অর্থাৎ পাঁচশ' দশ ইউরো। ঘরে পৌঁছেই তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াক্‌ফে জাদীদের ওয়াদা অনুসারে চাঁদা পরিশোধ করেন।

সিয়েরালিওনের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা একজন আহমদী ভদ্র মহিলা বলেন, মুবাল্লিগ সাহেব চাঁদার তাহরীক করেন। আমার কাছে টাকা ছিল না যা ছিল তা পূর্বেই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, আমার এক ভাই ছিল, অনেক পূর্বে সে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। সে বলতো, তুমিও খ্রিস্টান হয়ে যাও আর এরপর সে আমাকে ছেড়ে আমেরিকা চলে যায়। তিনি বলেন, যাহোক বড় কষ্টে আমি আমার চাঁদা পরিশোধ করি। আমার পরিস্থিতি চাঁদা দেয়ার মতো ছিল না। তিনি বলেন, এরপর একদিন তার (অর্থাৎ সেই ভাইয়ের) ফোন আসে। সে বলে, ঠিক আছে তুমি মুসলমান থাকো বা আহমদী থাকো তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার মনে হলো তোমাকে সাহায্য করা দরকার তাই কিছু টাকা পাঠাচ্ছি। সে টাকা পাঠায়। আর এভাবে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগও বহাল হয় আর আর্থিক স্বচ্ছলতাও ফিরে আসে।

ভারতের কম্বিটোর থেকে জামাতের মুবাল্লিগ লিখেন, এক বন্ধু তার কন্যার জন্য গয়না ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে গেলে তখন জুমুআর সময় হয়ে যায়। তিনি দোকানদারকে বলেন, আমরা নামায পড়ে এসে গয়না ক্রয় করবো। খুতবা জুমুআয় আমার খুতবার সারাংশ শোনানো হয় যা চাঁদার নববর্ষের ঘোষণা-সংক্রান্ত খুতবা ছিল। খুতবায় তাহরীকে জাদীদের কথা ছিল। তাতে একজন অন্ধ মহিলার আর্থিক কুরবানীর ঘটনাও শোনানো হয়েছিল। এই বন্ধুর ওপর খুতবার এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি

ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে তার যে বকেয়া ছিল নামাযের পর গয়না ক্রয়ের পরিবর্তে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে তা দিয়ে দেন আর মসজিদের বাহিরে এসে স্ত্রীকে যখন একথা বলেন, তখন তিনি খুবই আনন্দিত হন যে, খুতবা চলাকালে আমিও এই সংকল্পই করেছি, চাঁদা দিয়ে দিব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মেয়ের গয়নার অন্য কোন ব্যবস্থা করবেন।

ভারতের সাহারনপুর থেকে ইন্সপেক্টর ওয়াক্‌ফে জাদীদ সাহেব লিখেন, ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা তোলার উদ্দেশ্যে উত্তর প্রদেশের এক আহমদী বন্ধুর বাড়ীতে যাই। তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, ঈদ আসছে আর আমার কাছে শুধু এই দুশ'ত রূপী আছে। যদি চাও ঈদের কাপড় বানাতে পারো বা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিতে পার। তার স্ত্রী বলেন, প্রথমে চাঁদা দিয়ে দিন, কাপড় পরেও বানানো যাবে। কয়েক মাস অতিবাহিত না হতেই তার ঘরে পুনরায় চাঁদা সংগ্রহের জন্য যাওয়া হলে তার ঘর দেখে খুবই আনন্দিত হই। তিনি বলেন, যখন থেকে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি আমাদের অনেক কাজ আসছে। এর পূর্বে ক্ষেতে অন্যদের ট্রাক্টর চালাতাম। আল্লাহ্ তা'লা এত কৃপা করেছেন যে, এখন আমি আমার নিজের ট্রাক্টর ক্রয় করেছি এবং কাজে এখন প্রভূত বরকত দেখতে পাচ্ছি।

ভারত থেকেই উড়িষ্যা জামাতের একটি জায়গার নাম হলো জগতগীরি। যেই জায়গাই হোক না কেন, সেখানকার এক ব্যক্তি আকণ্ঠ ঋণে জর্জরিত ছিলেন এবং সে কারণে পালিয়ে পালিয়ে থাকতেন এক পর্যায়ে সেখান থেকে পালিয়ে হায়দ্রাবাদ চলে যান। যাহোক তার সম্পর্কে যখন জামাত জানতে পারে তখন তার সাথে যোগাযোগ হয়। জামাতের মুরুব্বী সাহেব বা ইন্সপেক্টর সাহেব চাঁদার গুরুত্ব তার সামনে স্পষ্ট করেন। যাহোক তিনি কোন না কোনভাবে নিজের চাঁদা দিয়ে দেন। আর জামাতের সাথে যোগাযোগও রাখেন। তিনি বলেন, এরপর খোদা তা'লা এমনভাবে আমাকে আশিসমন্ডিত করেছেন যে, নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পুরো ঋণও পরিশোধ হয়ে যায় আর শুধু ঋণ পরিশোধই হয়নি, যে কারণে পালিয়ে বেড়াতেন বরং বলেন, এখন আমি আমার নিজের ঘরও ক্রয় করেছি। এখন তিনি তার ওয়াদা বেশ কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে লিখিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম এর ইন্সপেক্টর সাহেব লিখেন, দার্জিলিং জামাতের একজন বন্ধু, দশ বছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সবসময় অগ্রগামী থাকতেন। এ বছর ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার জন্য তার কাছে যাওয়া হলে তিনি বলেন, আমার পিতার অপারেশন হয়েছে আর এজন্য একলক্ষ রূপী খরচ হয়েছে। এ কারণে অনেক অসচ্ছলতা বিরাজ করছে। তার ওয়াক্‌ফে জাদীদের ওয়াদা ছিল বেশ বড় অংকের অর্থাৎ বাইশ হাজার রূপী তা কমিয়ে সতের হাজার লিখান। কিন্তু চাঁদা নেওয়ার জন্য গেলে তিনি পুরো বাইশ হাজারই প্রদান করেন। তিনি বলেন,

আমার মনে হলো একটি পুণ্যকাজ আরম্ভ করেছি, সে ক্ষেত্রে পিছিয়ে কেন আসবো। খোদা তা'লা এভাবে মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই মানুষের মাঝে চেতনা সৃষ্টি করেন যে, কুরবানী কর যেন খোদার বর্ধিত কৃপার উত্তরাধিকারী হতে পার।

মরিশাস থেকে এক আহমদী বন্ধু লেখেন, ২০১৫ সনে যখন আমার পক্ষ থেকে (খলীফাতুল মসীহ্) জুমুআর খুতবায় ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দেয়া হয়, আমি এ চিন্তায় পড়লাম যে, আমি তো কখনো চাঁদা দেইনি, খুতবা চলাকালেই আমি খোদার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই, যদি চাকুরী হয় বা কাজ পাই তাহলে ২৫ হাজার মরিশান রূপী ওয়াক্‌ফে জাদীদের খাতে প্রদান করবো যা প্রায় ৫শ' পাউন্ডের সমান। তিনি বলেন, কয়েক দিন পরই ৫লক্ষ রূপীর একটি কন্ট্রাক্ট হস্তগত হয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদার বিনিময়ে ২০ গুণ বেশি আমাকে দিচ্ছেন, অর্থ হাতে আসতেই তিনি সর্ব প্রথম চাঁদা আদায় করেন।

আফ্রিকার একটি দেশের নাম হল বেনীন। সেখানকার একজন নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক হামুসু কুদ্দুস সাহেব। বয়স ১৬/১৭ বছর, কিন্তু তিনি কায়িকশ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থ চাঁদা দিতেন। তার ভাই অসুস্থ ছিল, অনেক বড় বড় হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েও কোন লাভ হয় নি। যাহোক গভীর উৎকণ্ঠা ছিল, তিনি আমাকেও লিখেছেন দোয়ার জন্য, নিজেও দোয়া অব্যাহত রাখেন। এরপর ১হাজার ফ্রাঙ্ক চাঁদা দেন। বিশেষভাবে তিনি এ দৃষ্টিকোণ থেকে চাঁদা দিয়েছেন যেন তার ভাই আরোগ্য লাভ করে। এরপর খোদা তা'লা ফযল করেছেন, তার ভাই অলৌকিকভাবে আরোগ্য লাভ করেন। সেখানকার মুবাল্লিগ লিখেন, আমরা তাকে বলেছি, তোমার ভাই অসুস্থ, তোমার টাকার প্রয়োজন রয়েছে, তুমি চাঁদা দিও না। সে বলে, না, তিনি আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যবসা করেন, আল্লাহ্ও তাৎক্ষণিকভাবে নিজ দানে ভূষিত করেন।

বেনীনের আরেকজন নিয়মিত চাঁদা দাতা বন্ধু লিখেন, ৪ঠা ডিসেম্বর দিবাগত রাতে একটি বড় ডাকাত দল বিভিন্ন গ্রামের মহিষ চুরি করার পর আমাদের গ্রামে আসে। এরপর অস্ত্রবলে তাদের সব মহিষ নিয়ে যায়। ডাকাতদের এই দল মহিষের পাল নিয়ে গ্রাম থেকে বের হতেই প্রবল ধূলিঝড় আরম্ভ হয় আর সব গরু এবং মহিষ ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক চলে যায় আর ডাকাত দল তা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এই আহমদী বন্ধুর ২০টির মত গাভী সহ অন্যান্য পশুর পালও তার কাছে ফিরে আসে। যার পশু তাকে ফেরত দেন এবং সবাইকে বলেন, এই যে সবকিছু আমরা ফেরত পেয়েছি এবং তোমরা ফেরত পেয়েছ তা আমার কারণে, কেননা আমি নিয়মিত চাঁদা দাতাদের অন্তর্ভুক্ত। আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত হওয়ার পর এভাবেই ঈমানে উন্নতি করছেন ।

অষ্ট্রেলিয়ার একটি জামাত সম্পর্কে সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ সাহেব লিখেন, একজন ভদ্রমহিলা গত বছর ওয়াক্‌ফে জাদীদ সংক্রান্ত খুতবা শোনেন, তার ওপর খুতবার গভীর প্রভাব পড়ে। তার কাছে দু'হাজার ডলার ছিল তা তিনি চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। অনুরূপভাবে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের মুবাল্লিগ একটি বাচ্চার ঘটনা লিখেন। তিনি কথা বলছিলেন আর সেই বালক ঘরের লোকদের পাশে বসে কথা শুনছিল। কিছুক্ষণ পর সে উঠে যায়, নিজের ব্যাংক নিয়ে আসে, তাতে দু'শ ডলার ছিল, বললো, এটি আমার পক্ষ থেকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের খাতে চাঁদা।

নরওয়ের আমীর সাহেব লিখেন, একজন নবাগতা নরওয়েজিয়ান মহিলাকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের তাহরীক করা হলে তৎক্ষণাৎ দু'শ ক্রোন চাঁদা দেন। কিছুদিন পর সেই ভদ্র মহিলা বলেন, যেদিন আমি চাঁদা দিয়েছি তার পরের দিনই আমার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমাকে ডেকে আমার বেতন দু'শ ক্রোন বৃদ্ধি করেন অথচ আমি কারো কাছে দাবি করিনি। আমি শুধু একবারই দু'শ ক্রোন দিয়েছি আর এখন আমি প্রত্যেক মাসে অতিরিক্ত দু'শ ক্রোন পাচ্ছি।

কঙ্গো কিনশাসার একজন বন্ধু সম্প্রতি বয়আত করেন। জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার পর থেকেই রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। এই নতুন বয়আতকারী বন্ধু বলেন, চাঁদা আদায়ের ফলে আমার আর্থিক অবস্থায় সচ্ছলতা আসে। এরপূর্বে যে কাজেই হাত দিতাম তাতেই ব্যর্থ হতাম, চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করার পর থেকে আল্লাহ্ এমনই কৃপা করেছেন যে, এখন আমার কাছে অনেকগুলো গরু-বাছুর আছে আর আমার রিয্‌ক বা জীবন-জীবিকায়ও অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জার্মানীর ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ লিখেন, জার্মানী জামাতের একটি সেমিনারে এক নতুন বয়আতকারিনী আহমদী অংশগ্রহণ করেন। লাজনার প্রেসিডেন্ট বলেন, সেমিনারের পর সেই ভদ্রমহিলা ওয়াক্‌ফে জাদীদের খাতে চারশ' ইউরো চাঁদা দেন। তিনি তার পরিবারে একমাত্র আহমদী আর অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন, আল্লাহ্ তা'লা তার সমস্যা দূর করুন।

কানাডার আমীর সাহেব লিখেন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন খাদেম ২৫ হাজার ডলার সিরিয়ান শরনার্থীদের জন্য চাঁদা দেন। তাকে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদা দেয়ার কথা বলা হয়, পূর্বে তিনি প্রথম সারির চাঁদা দাতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবার যখন তাহরীক করা হয় তখন তিনি দ্বিধাদ্বন্দ প্রকাশ করেন এবং তাকে দ্বিতীয় সারির চাঁদা দাতাদের অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ করেন কিন্তু যখন চাঁদা দেয়ার সময় আসে তখন তিনি বলেন, আমি প্রথম সারির চাঁদা দাতাদের সমান চাঁদা দেব, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

তাঞ্জানিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, এক বন্ধু কয়েক বছর পূর্বে খ্রিস্টধর্ম থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, গত বছর রমযানে হঠাৎ করে বাজারে আগুন

লেগে বেশ কয়েকটি দোকান ঘর পুড়ে যায়, আমার দোকানেরও সব কিছু ছাই হয়ে যায়, আমার জীবন-জীবিকা তো এই দোকানের আয় থেকেই নির্বাহ হতো তাই বুঝতে পারছিলাম না যে, কি করব। বাজারের বন্ধুরা ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নিয়ে পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করার পরামর্শ দেন, আমার অন্যান্য সাথীরা তাই করেছে। কিন্তু আমি বললাম, আমার খোদা আমার অবস্থা এবং আমার প্রয়োজনকে বুঝেন। অতএব দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে খোদার ওপর নির্ভরশীলতার মানকে উন্নত করেন, খ্রিস্টধর্ম থেকে আহমদী হয়েছেন, তিনি বলেন, আমি মোটেও এমন কাজ করবো না যা করতে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেছেন, আমি সুদে টাকা নিব না, বাহ্যতঃ তা যত লাভজনকই হোক না কেন। কতিপয় স্থানীয় বন্ধু আমাকে সামান্য সাহায্য করেন। আমার কোন অনুরোধ ছাড়াই জামাতের বন্ধুরা আমাকে সাহায্য অব্যাহত রাখেন, আমি আবার ব্যবসা আরম্ভ করি, তিনি বলেন, ব্যবসা আরম্ভ করতেই খোদা তা'লা আশিষমন্ডিত করেন। ব্যবসা শুরু করার পরপরই আমি আমার চাঁদাও বৃদ্ধি করি। আমার ওয়াদা থেকে বেশি চাঁদা আদায় করেছি। তিনি বলেন, আমার দোকান জ্বলে যাওয়ার ছয় মাস পার না হতেই, আল্লাহ্ তা'লা আমার জীবিকায় এত বরকত দেন যে, আমি নতুন দোকান বানিয়েছি বা আরম্ভ করেছি, এখন এমন আয়-উপার্জন হয় যে, পূর্বে ছয় মাসেও এতটা উপার্জন হত না যতটা এই স্বল্প সময়ের ভেতর হয়েছে। আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিল সেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন অনেক ভালো। তিনি বলেন, এসব কিছু খোদা তা'লার পথে আর্থিক কুরবানীরই ফসল। একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'লা বা আল্লাহ্‌র পথে তোমরা পবিত্র আয় থেকে ব্যয় কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এতে বরকত দেন। দেখুন! খোদা তা'লা কীভাবে তাকে এর ফল দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি টাকার জন্য নিষিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করব না, সাহায্য নেন, কিছু ঋণ করেন, ব্যবসা আরম্ভ করেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাতে বরকত দেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, **"পবিত্র আয় থেকে দেয়া একটা খেজুরের বীজকেও খোদা তা'লা পাহাড়ে রূপান্তরিত করেন"**। এটিও বলেছেন, "একটা ছোট বাছুর ধীরে ধীরে বড় হয়, অনুরূপভাবে পাক-পবিত্র উপার্জন থেকে কৃত কুরবানীকে খোদা তা'লা বৃদ্ধি করেন। এই দৃশ্য খোদা তা'লা এযুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সদস্যদের দেখিয়ে থাকেন।

যেমনটি আমি বলেছি, গত বছরের রিপোর্ট তুলে ধরছি। মোটের ওপর বিশ্বের সব দেশের মাঝে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। পাকিস্তানের বাইরে অন্যান্য দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য, আমেরিকা দ্বিতীয় স্থানে, জার্মানী তৃতীয়, কানাডা ৪র্থ, ভারত ৫ম, অষ্ট্রেলিয়া ৬ষ্ঠ, ইন্দোনেশিয়া ৭ম, মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত ৮ম স্থানে, বেলজিয়াম ৯ম আর ঘানা ১০ম স্থানে রয়েছে বা ১০ম স্থান অধিকার করেছে।

স্থানীয় মুদ্রায় মাথাপিছু চাঁদা সংগ্রহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঘানা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর আমেরিকা তারপর যুক্তরাজ্য।

বড় জামাতগুলোতে মাথাপিছু সংগ্রহের দিক থেকে প্রথমে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, তারপর যুক্তরাষ্ট্র এরপর মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামাত, ৪র্থ স্থানে সুইজারল্যান্ড, ৫ম যুক্তরাজ্য, ৬ষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়া, ৭ম বেলজিয়াম, ৮ম জার্মানী এবং ৯ম কানাডা।

যেমনটি আমি বলেছি, খোদা তা'লার বিশেষ কৃপায় এ বছর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদা দাতার সংখ্যা ১২লক্ষ ৩৫ হাজারের অধিক। গত বছরের চেয়ে এই সংখ্যা ৬ লক্ষ বেশি। এতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আফ্রিকা ছাড়াও ভারত প্রথম স্থানে, এরপর কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকা। আফ্রিকার দেশ সমূহে সবচেয়ে বেশি চাঁদাদাতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম স্থানে রয়েছে নাইজেরিয়া, তারপর ক্যামেরুন, গিনি কোনাকরি, তারপর নাইজার, বুর্কিনাফাঁসো, মালি এবং বেনীন, তাঞ্জানিয়া এবং উগাণ্ডা এরপরের স্থান দখল করেছে।

প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রথম তিনটি জামাতের মাঝে প্রথম লাহোর, তারপর রাবওয়া, তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। জেলা ভিত্তিক অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ফয়সালাবাদ, এরপর যথাক্রমে ইসলামাবাদ, সারগোদা, গুজরানওয়ালা, গুজরাত, মুলতান, ওমরকোট, নারওয়াল, হায়দ্রাবাদ এবং ভাওয়ালপুর।

দপ্তর আতফালে পাকিস্তানের তিনটি বড় জামাতের প্রথমটি লাহোর, দ্বিতীয় করাচি, তৃতীয় স্থানে রয়েছে রাবওয়া। জেলাগুলোর অবস্থান হলো যথাক্রমে, ইসলামাবাদ তারপর ফয়সালাবাদ, ৩য় গুজরানওয়ালা, ৪র্থ গুজরাত, ৫ম হায়দ্রাবাদ, ৬ষ্ঠ ডেরাগাজিখান, ৭ম মুলতান, কোটলি, আজাদ কাশ্মীর, ৯ম স্থানে রয়েছে মিরপুর খাস আর ১০ম স্থান অধিকার করেছে পেশওয়ার।

যুক্তরাজ্যের ১০টি বড় জামাত হলো যথাক্রমে, উস্টার পার্ক, রেইঞ্জপার্ক, বার্মিংহাম ওয়েষ্ট, মসজিদ ফযল, উইম্বলডন পার্ক, বার্মিংহাম, চিম সাউথ, নিউ মল্ডেন, ব্রেডফোর্ড সাউথ এবং গ্লাসগো।

অঞ্চল বা রিজিয়নের মধ্যে মোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম হলো, মিডল্যান্ড, এরপর নর্থইষ্ট, লন্ডন - এ, লন্ডন - বি এবং তারপর রয়েছে মিডেল সেক্স।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রথম দশটি জামাত হলো, সিলিকন ভ্যালি, সিয়াটল, ডেট্রয়েট, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, লস এ্যাঞ্জেলেস ইষ্ট, সিলভার স্প্রিং, ইয়র্ক, হ্যারিসবার্গ, বোষ্টন, হিউষ্টন এবং ডালাস।

চাঁদা সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানীর পাঁচটি স্থানীয় ইমারত হলো যথাক্রমে হ্যামবার্গ, তারপর ফ্র্যাঙ্কফোর্ট, গ্রসগেরাও, ভিজবাদেন, মোরফিল্ডেন এবং ওয়ার্ল্ডাফ ।

মোট চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ১০টি বড় জামাত হলো, রয়েডার মার্ক, নয়েস, ওয়েজহ্যাম, কোবলঞ্জ, হেনাও, হ্যানোভার, নিদা, ওয়েন গার্ডেন এবং ফুলডা।

কানাডার তিনটি ইমারতের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ক্যালগরী, দ্বিতীয়তঃ ওয়ার্ন, তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভ্যাঙ্কুভার।

পাঁচটি বড় জামাত হলো, মিল্টন জর্জ টাউন প্রথম ,এরপর ডারহাম, এ্যাডমন্টন ওয়েষ্ট, সাসকাটন নর্থ এবং অটোয়া ওয়েস্ট।

আতফালদের পাঁচটি উল্লেখযোগ্য কানাডিয়ান জামাত হলো যথাক্রমে, ডারহাম, ক্যালগরী নর্থ, জর্জ টাউন, পিস ভিলেজ ইষ্ট, উডব্রিজ।

আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে, আতফাল দপ্তরে যেরূপ সুশৃঙ্খলভাবে কানাডায় কাজ হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য বড় দেশগুলোতেও এদিকে সেভাবে মনোযোগ দেয়া উচিত আর সেভাবেই কাজ করা উচিত। এই বিষয়ে একথাও বলতে চাই যে, আতফাল দপ্তর শুধু ওয়াক্‌ফে জাদীদে-ই রয়েছে তাহরীকে জাদীদে এটি নেই।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের প্রদেশগুলো হলো যথাক্রমে, কেরালা, তামিল নাড়ু, জম্মু কাশ্মীর, তানিম গানা এরপর টানগাটকা, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী এরপর রয়েছে মহারাষ্ট্র। সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের জামাতগুলোর প্রথমস্থানে রয়েছে কেরালা, দ্বিতীয় কালিকাট, এরপর হায়দ্রাবাদ, পাঠাপ্রিয়াম এরপর কাদিয়ান, কার্ণোটাউন, কোলকাতা, সোলোর, এরপর রয়েছে ব্যঙ্গালোর, পিঙ্গাডি এবং বিষ্ণুনগর।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে, মেলবোর্ন সাউথ, ক্যাসেলহিল, মাউন্ট ড্রয়েট, ওয়েজেট, এ্যাডিলেড সাউথ, ল্যান্টন, ব্রিজবেন সাউথ, ব্রিজবেন লোগান, মাযডন পার্ক এবং ব্ল্যাক টাউন। আমি যেমনটি বলেছি, অষ্ট্রেলিয়াতে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ওয়াক্‌ফে জাদীদের আতফাল দপ্তর রয়েছে তাহরীকে জাদীদেও তা আছে কি না, স্মরণ রাখবেন, তাহরীকে জাদীদে নেই। আতফাল থেকে যে চাঁদা নেয়া হয়, তাদেরকে বিশেষ ভাবে জোর দেয়া হয় ওয়াক্‌ফে জাদীদের জন্য আর এর জন্যই আলাদা দপ্তর রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীকারীদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন আর এ বছর আল্লাহ্ তা'লা পূর্বে চেয়ে আরো বেশি কুরবানীরও তৌফিক দিন আর কুরবানীকারীদের সংখ্যাও যেন বৃদ্ধি পায়।

নামাযের পর দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াবো, প্রথমটি জনাব মুহাম্মদ আসলাম শাদ মঙ্গলা সাহেবের। যিনি ২০১৫ সনের ৩১ ডিসেম্বর রাত ১০:৪০-এ প্রায় ৭১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হৃদরোগী ছিলেন আর চেকআপের জন্য হাসপাতাল গিয়েছিলেন, সেখানেই ডাক্তার তাকে দেখে বলেন, অবস্থা ভাল নয়, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই হার্ট এ্যাটাক হয়, ভেন্টিলেটারে তাকে স্থানান্তর করা হয়, পুনরায় হার্ট এ্যাটাক হয় আর তিনি পক্ষাঘাত কবলিত হন ।

কিডনিও এতে প্রভাবিত হয়, ডায়লোসিস অব্যাহত রাখা হয়। যাহোক হাসাপাতালেই তৃতীয় বার তার হার্ট এ্যাটাক হয়, শক দেয়া সত্ত্বেও শ্বাসপ্রশ্বাস বহাল হয় নি, তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তার পিতার নাম হলো, হাজী সালেহ মোহাম্মদ মঙ্গলা সাহেব। তার সম্পর্ক ১৬৮-১৭১ চক মঙ্গলার সাথে। তার মায়ের নাম হলো, সাহেব বিবি। ১৯৫৫ সনে তার পিতা হাজী মোহাম্মদ সালেহ সাহেবের নেতৃত্বে চক মঙ্গলার ৮০জন মানুষ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে রাবওয়ায় এসে বয়আত করেন। একথা খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও উল্লেখ করেছেন, একটি জামাত আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাদের মাঝে জনাব আসলাম শাদ মঙ্গলাও সাহবে বালকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার বয়স ছিল তখন মাত্র ১০ বছর। তিনি গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন, প্রাইমারী পর্যন্ত গ্রামেই পড়েন। এরপর স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য তার পিতা তাকে রাবওয়া নিয়ে আসেন। তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তিনি ভর্তি হন, তার পিতা তাকে কলেজের প্রিন্সিপাল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) এর হাতে সোপর্দ করতে গিয়ে বলেন, আপনার হাতে এক চড়ুই পাখি রেখে যাচ্ছি, একে আপনি বাজপাখিতে রূপান্তরিত করুন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ্ বাজপাখিই হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে অশেষ সেবার বা খিদমতের তৌফিক দিয়েছেন পরবর্তীতে। তিনি ১৯৬১ সনে মেট্রিক পাশ করেন, এরপর তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। পরবর্তীতে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এমএ করেন। সেখানে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এরপর ১৯৬৬ সনে আরবীতে এমএ শেষ করার পর ১৯৮০ পর্যন্ত ১৪ বছর তা'লীমুল ইসলাম কলেজ রাবওয়ায় লেকচারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩-৭৪ বা ৭৫-এ জামাতের স্কুল-কলেজ সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়া হয়। ১৯৮০ সনে সরকারের পক্ষ থেকে আহমদী শিক্ষকদের যখন বিভিন্ন স্থানে বদলী করা হয় তখন তার জামাতের সেবাকরা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দেয়। যেকারণে তিনি তখন অবসর নেন, ইস্তফা দেন এবং খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাছে নিজেকে পেশ করেন বা জীবন উৎসর্গ করার আবেদন করেন। হুযূর (রাহে.) বলেন, আমার অফিসে আসুন, প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে তিনি তাকে নিয়ে নেন। তিন মাস পর তাকে সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। ১৯৮২ সালে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন আর আমৃত্যু রাবওয়ায় প্রাইভেট সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন লন্ডনে আসেন তখন এক বছর লন্ডনেও প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্বপালনের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮২ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে মজলিসে শূরার সেক্রেটারী হিসেবে খিদমতের সৌভাগ্য পেয়েছেন। ৬৮ থেকে ৮৩ পর্যন্ত খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন পদে কাজ

করেছেন। ৮৬ থেকে ২০১৫ সন পর্যন্ত আনসারুল্লাহ্‌র বিভিন্ন পদে খিদমত করার সৌভাগ্য হয়েছে, মৃত্যুর সময় নায়েব সদর ছিলেন।

তার স্ত্রী এবং ছয়জন পুত্র এবং দু'জন কন্যা সন্তান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৈর্য দিন এবং তার পুণ্য অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। তার এক পুত্র মোহাম্মদ নাইয়ার মঙ্গলা সাহেব জামাতের মুবাল্লিগ, রাবওয়ার রিসার্চ সেলে কাজ করেন। দ্বিতীয়তঃ আতিক মঙ্গলা ওয়াক্‌ফে নও, তিনি মেডিকেল ল্যাব টেকনিশিয়ান।

তার জামাতা লিখেন, তিনি বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন, সকল প্রকার দুঃশ্চিন্তা বীরত্বের সাথে নিজেই মোকাবিলা করতেন। কখনও তার মুখ থেকে কোন দুঃখ বা কষ্টের বহিঃপ্রকাশ দেখি নি, সারাজীবন ধর্মসেবার জন্য উৎসর্গ করে রেখেছেন। সকাল-সন্ধ্যা, দিবারাত্র পুরো সময় জামাতী কাজে নিয়োজিত থাকতেন। সত্যিকার অর্থে তিনি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর লাজ রেখেছেন। (হুযূর বলেন) আমি নিজেও দেখেছি, তার পুত্র নাইয়্যার আহমদ বলেন, তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য নিজেও উঠতেন আর ঘরের লোকদেরকেও তিনি নসীহত করতেন। বড় বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন বা বাজামাত নামাযে জন্য যাওয়ার সময় সন্তানদের সাথে নিয়ে যেতেন। তার মেয়ে আবেদা বলেন, খোদার ওপর তার দৃঢ় তাওয়াক্কুল ছিল, দৃঢ় ও বড় মনের অধিকারী ছিলেন, সমস্যা দেখা দিলে কখনও চেহারা বা মুখে তা প্রকাশ করতেন না বরং আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি কাঁদতেন। খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে খিদমতের তাহরীক করতেন। কোন বড় কথা হোক বা তুচ্ছ কোন বিষয় হোক, সব সময় খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন, দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়-স্বজনকে সব সময় সাহায্য করতেন। তার পুত্রবধু বলেন, বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, খুবই শান্তশিষ্ট স্বভাবের মানুষ, অতিথিপরায়ণ, মিশুক। কখনও অফিসের কথা ঘরে এসে বলতেন না, বাহির থেকে যদি আমরা শুনে ফেলতাম তাহলে বলতেন, আচ্ছা তুমি একথা শুনেছো, আমাকেও জানাও। কখনও কোন অফিসিয়াল বিষয় ঘরে এসে আলোচনা করেন নি। তার এক পুত্রবধু আসলাম ভারওয়ানা শহীদ সাহেবের কন্যা। তিনি বলেন, আমার পিতার ইন্তেকালের পর আরো বেশি আমার যত্ন নেয়া আরম্ভ করেন, পুত্রবধুদের একটা বিশেষ মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলেন। আর সব সময় যখনই কোন বিষয়ে প্রশ্ন আসতো পুত্রবধুদের মতামত এবং রায় নেয়া হত। ঘরগুলোকে জান্নাত প্রতীম করার এটি সবচেয়ে সুন্দর একটি রীতি। তার ভাতিজা বলেন, জামাত এবং খিলাফতের জন্য সব সময় এবং প্রতিটি মুহূর্ত তিনি ছিলেন নিবেদিত। খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। ডাক্তার মাসুদ হাসান নূরী সাহেব বলেন, ৮ বছর পর্যন্ত জনাব মঙ্গলা সাহেবের কিছু গুণাগুণ খুবই কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। এসব গুণাগুণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, আমি তাকে অত্যন্ত বিনয়ী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, মিশুক ও নিরহংকারী পেয়েছি। তিনি ডাইবেটিস ও ব্লাড প্রেশারের রোগী হওয়া সত্ত্বেও রীতিমত

মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। খিলাফতের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং খিলাফতের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন। পিএস অফিসের খাদেম, বশীর আহমদ সাহেব বলেন, ২২ বছর তার সাথে কাজের সুযোগ হয়েছে আমার, সব সময় স্নেহ ভালোবাসার ভিত্তিতে আমার সাথে সহযোগিতা করেছেন, সব সময় আমাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের কর্মচারী ওয়াসীম সাহেব বলেন, আমার কোয়ার্টার মঙ্গলা সাহেবের ঘরের সাথেই অবস্থিত, একবার আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন, বারবার এ অধমের কাছে মায়ের স্বাস্থ্যের খবরাখবর নিতে থাকেন। মির্যা দাঊদ সাহেবও প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের কর্মচারী। তিনি বলেন, ২৪ বছর তার সাথে আমি কাজ করেছি, সব সময় আমাকে বিশ্বাস করতেন, কাজের নিগরানী করতেন এবং কাজের রীতি শিখিয়েছেন। কোন সময় অসন্তুষ্ট হলে প্রথমে এসে মনজয় করতেন। খালেদ ইমরান সাহেব যিনি নিরাপত্তা কর্মচারী, তিনি বলেন, ইনি বহু গুণের আধার ছিলেন কিন্তু তার মার্জনার গুণ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, কোন কর্মচারীর প্রতি যতই অসন্তুষ্ট হোন না কেন সে ক্ষমা চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করে দিতেন।

আমাদের লন্ডনের পিএস অফিসের কর্মচারী সেলিম জাফর সাহেব বলেন, মঙ্গলা সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক অনেক পুরনো, কখনও আমার এমন কোন কথা মনে পড়ে না যে, কারো সাথে তার মনোমালিন্য হয়েছে বা স্থায়ীভাবে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন। সব সময় তার মুখে মুচকি হাসি লেগে থাকতো।

লন্ডন মসজিদের ইমাম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব বলেন, তার সাথে আমার সুদীর্ঘ সম্পর্ক ছিল, কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ায় আমরা এক সাথে কাজ করেছি, এর পরেও যোগাযোগ ছিল। খিলাফতের প্রতি তার ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং দায়িত্ববোধের চেতনা খুবই উল্লেখযোগ্য। যখন ‘লেকা মা’ল আরব’ এবং অন্যান্য প্রশ্নোত্তর অধিবেশন রেকর্ড করা হতো, বেশ কয়েকবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র নির্দেশ অনুসারে তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ হত। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কাঙ্খিত বিষয় যোগাড় করে পাঠিয়ে দিতেন, আর আমি হুযূরের সামনে উপস্থাপন করতাম।

মালিক নাসিম সাহেব বলেন, তিনি মোহতামীম মোকামী ছিলেন আর আমি নাযেম খিদমতে খালক ছিলাম রাবওয়ার। একবার এক্সিডেন্ট হয়, রাত সাড়ে বারোটার সময় আমার ঘরে এসে বলেন, এক্সিডেন্ট হয়েছে, রোগী ফয়সালাবাদে রয়েছে, খোদ্দামদের নিয়ে যান আমি গাড়ীর ব্যবস্থা করেছি, তাদের রক্তের ব্যবস্থা করুন, কিছু রোগীর রক্তের প্রয়োজন রয়েছে। শীতকাল ছিল আমি বললাম, মঙ্গলা সাহেব চা পান করে যান। তিনি বলেন, চা খাওয়ার সময় নেই, মানুষ মারা যাচ্ছে, আপনি এখনই সেখানে পৌঁছুন। তখন তার মারাত্মক সর্দি এবং জ্বরও ছিল কিন্তু দায়িত্ববোধ দেখুন!

সাইকেল নিয়ে নিজে সেখানে পৌঁছেন অর্থাৎ নাযেম খিদমতে খালকের বাসায় এবং টিম প্রস্তুত করে তাদের সেখানে পাঠান।

তাঁর সন্তান-সন্ততিরা এবং অন্যরা যেসব গুণের কথা মানুষ উল্লেখ করেছেন এতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই, আমি পূর্বেই বলেছি। আমার মনে হয় তার গুণাবলী এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। দীর্ঘকাল তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। কয়েক দিন তার কাছে আমি পড়েছিও, হয়ত কলেজের প্রথম দিকে যখন তিনি কলেজে আসেন। এরপর খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্‌তেও আমি তার সাথে কাজ করেছি। যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন তখন সরাসরি তার সাথে আমার অনেক যোগাযোগ ছিল, সব সময় খুবই আনুগত্যশীল দেখেছি এবং কাজে খুবই কর্মঠও পেয়েছি আর দায়িত্ববোধের সাথে কাজ করতেন। আমি খিলাফতে আসীন হওয়ার পর যখনই তাকে কাজ দেয়া হয়েছে তিনি কাজ করেছেন। তার বিনয় এমন ছিল যে, বেশ কয়েকবার আমি তাকে এখানে জলসায় ডেকেছি, যখনই আসতেন সাধারণ কর্মীদের সাথে প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে বসে কাজ করতেন, কখনও একথা বলেন নি যে, আমি প্রাইভেট সেক্রেটারী, আমার পৃথক আসনের প্রয়োজন, সাধারণ কর্মীদের সাথে বসতেন, ছোট-খাট কাজ এখানে বসে করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা আহমদ শের জোইয়া সাহেবের যিনি হাকীম সালেহ মোহাম্মদ জোইয়া সাহেবের পুত্র ছিলেন। বেলজিয়ামে বসবাস করতেন। ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সেখানে সোসাল ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতেন। নামাযী, স্নেহশীল, দরীদ্রদের দেখাশোনাকারী এবং নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'কন্যা এবং তিন পুত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। এক পুত্র ওসামা জোইয়া জামেয়া ইউকে থেকে পড়ালেখা করার পর আজকাল মায়োটি দ্বীপে জামাতের মুবাল্লিগ হিসেবে খিদমতের তৌফিক পাচ্ছেন। ইনিও পিতার জানাযায় শামিল হতে পারেন নি। কর্মক্ষেত্রে ছিলেন, ডাক্তাররা জোইয়া সাহেবকে ক্যান্সারের কারণে দুরারোগ্য আখ্যা দিয়ে রেখেছিলেন, বলেছিলেন, কয়েক দিনের মেহমান তিনি। ওসামা জোইয়া সাহেব জামাতের মুবাল্লিগ, তখন এখানেই ছিলেন। পিতার অসুস্থতার কারণে চিন্তিতও ছিলেন কিন্তু পিতা ছেলেকে বলেন, তোমার কাজ হলো, কর্মক্ষেত্রে থাকা, আমার অসুস্থতার চিন্তা করো না, যাও এবং তোমার ওপর জামাতের পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে যেই কাজ ন্যস্ত হয়েছে সেই দায়িত্ব পালন কর। ছেলেকে জোর করে পাঠিয়েছেন আর ছেলে যাওয়ার কয়েক দিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তাঁর স্বীয় রহমতে সিক্ত করুন।

স্নেহের ওসামা জোইয়া যিনি ধর্মের খিদমতের কাজে রত রয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য দান করুন আর পূর্বের চেয়ে অধিক ধর্মসেবার তৌফিক দিন, পিতা-মাতার নেক বাসনা যেন তার মাধ্যমে পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখান থেকে যত ওয়াকেফীন বের হচ্ছেন পাশ করে, ওয়াকেফে যিন্দেগী মুরুব্বী, তারা অনেক ভালো কাজ করছেন। আল্লাহ্ করুন এই বিনয় ও কর্মশক্তি এবং মনোবল যেন তাদের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।